রূপসা জুয়েলার্স
বড়বাজার, শান্তিপুর।

ফ্যাশানেবল গহনা ও দেবদেবী মূর্তির গহনায় বিশেষ পারদর্শী
সঠিক রত্ন-ন্যায্য দামে
যোগাযোগ ঃ ৭৭৯৭৭১২৭৯৮
৯১৫৩৪৩১০৩২

বিধানসভা ভোটের পৌর এলাকার বুথ ভিত্তিক ফলাফল ভেতরে

সমাজের
প্রতিচ্ছবি

নিউ সাইকেল স্টোর্স
সাড়াগড় বাসস্ট্যাণ্ড (থানার কাছে), শান্তিপুর, নদীয়া
বিভিন্ন কোম্পানির সাইকেল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।
মোবাইল - ৭০০১১৪০৪২৮

বর্ষ-৪২ সংখ্যা - ০৬ ১৬ - ৩০ জুন ২০২৬ ৪ পাতা, দাম - ৩ টাকা e-mail - samajerpratichhabi@gmail.com RNI Regd. No. 48289/86

বিধায়কের দাবিকে গুরুত্ব রাজ্যের ঃ ১৮০০ কোটি ব্যয়ে কালনা ব্রীজ হওয়ার ঘোষণা, অনুমোদন আরও কিছু দাবির

শান্তিপুরের উন্নয়নে একগুচ্ছ দাবি পেশ বিধায়কের

শপথ গ্রহণের পর শান্তিপুরবাসীর চহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে কালনা ব্রীজ সহ শান্তিপুরের উন্নয়নে একুশ দফা দাবি জানালেন নব নির্বাচিত বিধায়ক স্বপন কুমার দাস। সেই দাবির মধ্যে যেমন কালনা ব্রীজ নির্মাণ ছিল তেমনই শান্তিপুর হাসপাতালকে প্রকৃত সুপার মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে উন্নীত করা, শান্তিপুরে মহিলা কলেজ স্থাপন, গঙ্গা ভাঙন রোধ সহ নানান গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল। তাঁর সেই দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে এবার কালনা ব্রীজের জন্য রাজ্য সরকার ১৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল। বিধানসভায় বাজেট অধিবেসনের শুরুতে রাজ্যপাল আর এন রবি কালনা ব্রীজে বরাদ্দের কথা জানান। স্বপন দাস বলেছেন শান্তিপুরের মানুষ আমায় এলাকার উন্নয়নের জন্য পাঠিয়েছেন, তাই আমার একটাই উদ্দেশ্য এখানকার উন্নয়নে কাজ করা। তাই জিতে শপথ গ্রহণ করেই তিনি দরবার করেন কালনা ব্রীজের জন্য। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে স্বপনবাবু যে চিঠি লিখেছেন তাতে উল্লেখ করেছেন সেতুটি নির্মাণ করলে নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি জেলার অন্তত তিন লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। এছাড়া তার দাবির মধ্যে রয়েছে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল

LEGISLATIVE ASSEMBLY
WEST BENGAL

MEMBER

Memo / Ref No. :- 86_SAN/26/05/...05 Date :- 22/05/2026

To
The Honourable MIC,
Irrigation & Waterways Departmernt,
Jalasampad Bhaban, 1st Floor,
DF Block Sector -1, Bidhannagar,
Kolkata 700091
(Through Proper Channel)

Subject :- Proposal & Prayer For The Construction Of A Bridge Over The Bhagirathi Hooghly (Ganges) River Connecting Santipur (Nadia) & Kalna (Purba Burdwan)

Respected Sir,

With due respct beg to inform you that I, Swapan Kumar Das, M.L.A from 86-Santipur Assmebly, on behalf of the residents of Santipur & Kalna to formally draw your kind attention to a long-standing demand for a permanent Road Bridge over the Ganges River connecting these to historic & economically vital towns.

Currently the transport between Santipur & Kalna heavily relies on ferry services. While this water transport serves the daily commuters, it poses severe limitation & risks, specially during the monsoon season & heavily flooding. Millions of people including daily wage earners, farmers, students & patients requiring emergency medical treatment in Kolkata or nearby district hospital, face immense hardship due to the lack of a direct road link. It will growth Economic Growth, Tourism & Culture, Emergency Medical Access & also provide to minimize Traffic Decongestion.

So it would be very obliged to me if you take necessary steps regarding this matter.
Thanking you,

Yours faithfully

Date :-22/ 05 / 2026
Place :- Santipur

(SWAPAN KUMAR DAS, MLA 86-SANTIPUR)
Swapan Kumar Das
Member
West Bengal Legislative Assembly

Copy To
1. MIC, Public Works Department
2. District Magistrate, Nadia
3. Executive Engineer, Nadia Irrigation Division
4. Public Works Department, Nadia
5. Pollution Control Board
6. Land + Land Reforms Department, Nadia

হাসপাতালকে প্রকৃত সুপার মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে উন্নীত করা যাতে জরুরি রোগীদের জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরের প্রয়োজন না হয়, শান্তিপুর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ১ নং গেটে ফ্লাইওভার নির্মাণ (এই দাবিটিও দপ্তর অনুমোদন দিয়েছে), রেলওয়ে স্টেশন থেকে মতিগঞ্জ মোড় পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়ন ও সৌন্দর্য্যায়ন যথা- ভূগর্ভস্থ নিকাশী ব্যবস্থা চালু করা, রাস্তার উভয় পাশে ফুটপাথ নির্মাণ, সৌরবিদ্যুৎ চালিত আলোক ব্যবস্থা, সমস্ত বিদ্যুৎ তারের সংযোগ ভূগর্ভস্থ করা (এই দাবিটিও অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে), বাহিরচর থেকে নৃসিংহপুর, মেথিরডাঙা, গুপ্তিপাড়া ঘাট, শান্তিপুর ফেরিঘাট, বড়বাজার ঘাট, স্টিমারঘাট, চাঁপাতলা ঘাট, বয়রা ঘাট, তারাপুর ঘাট পর্যন্ত গঙ্গা নদীর ড্রেজিংরে মাধ্যমে ভাঙন রোধ করা, ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গার অধীনে গঙ্গা তীরবর্তী এলাকায় বাঁধ সুরক্ষা ও পরিবেশ বান্ধব সৌন্দর্য্যায়ন, শান্তিপুর ও নবদ্বীপের মধ্যে নিয়মিত জলপথ যোগাযোগের ব্যবস্থা চালু করা, বাহিরচর থেকে তারাপুর বাঁধ পর্যন্ত গঙ্গা নদীর তীরবর্তী রাস্তা নির্মাণ, পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের অধীনে ২২ শান্তিপুর মৌজার *(এরপর ৪ পাতায়)*

চোদ্দতলা থেকে হীরক রানীকে নামাতে পেরেছি, মেয়ের বিচার পাবোই: অভয়ার মা

কাজল বসাক ঃ চোদ্দ তলা থেকে হীরক রানীকে নামাতে পেরেছি, আমার মেয়ের বিচার পাবোই। কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালের পালমোনারি মেডিসিন বিভাগের অনুষ্ঠানে এসে এমনই বললেন অভয়ার মা। সেখানে তিনি জানতে পারেন, একসময় ছাত্রীদের টয়লেট পর্যন্ত বন্ধ করে রাখা হতো। এ প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, তাঁর মেয়ে ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিল এবং ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখত। তিনি জানান, মেয়ের চিকিৎসক হওয়ার পেছনে কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালের অবদান তিনি কখনও ভুলবেন না। হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাঁর মেয়েকে এমন একজন মানবিক চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যিনি রোগীর কষ্ট অনুভব করতে পারবেন। অভয়ার মা বলেন, এমডি করার সময় যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন হয়, তাঁর মেয়ে তার অনেকটাই আগে থেকেই রপ্ত করে ফেলেছিল। সেই কারণেই অনেকের হিংসার শিকার হতে হয়েছিল তাকে। অভয়ার মা বলেন ২০২৪ সালের ৯ আগস্টের আগে মেয়েকে প্রায়ই ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখতেন। প্রায়ই মেয়ে বলতো মা আমার খুব ভয় করে যদি ওরা ফেল করিয়ে দেয় ! মেয়ে বাড়িতে এলেও খাওয়ার টেবিলে বসে রোগীদের খোঁজখবর নিত। চিকিৎসার প্রতি তার দায়বদ্ধতা ছিল বরাবর। মেয়েকে হারানোর দুই বছর পেরিয়ে গেলেও বিচার পাওয়ার লড়াই থেকে সরে আসেননি তিনি। তাঁর বিশ্বাস, একদিন সত্য সামনে আসবেই এবং ন্যায়বিচার মিলবে। বর্তমান সরকারের ওপর আস্থা রেখেই তিনি এই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। অভয়ার মা আরও বলেন চোদ্দ তলা থেকে হীরক রানীকে নামাতে পেরেছি। অতীতের আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, সেই সময় তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন। তবে আজ তাঁর একটাই আবেদন আমার মেয়ের মতো আর কোনো মায়ের কোল যেন খালি না হয়। চিকিৎসা ব্যবস্থার নানা সীমাবদ্ধতার কথাও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, শুধু চিকিৎসকদের দোষারোপ করলে হবে না। হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জামও নিশ্চিত করতে হবে। তিনি দাবি করেন, তাঁর মেয়ে প্রায়ই বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় কিছু সরঞ্জাম হাসপাতালে নিয়ে যেত, কারণ সেগুলি সেখানে পর্যাপ্ত ছিল না। *(এরপর ৩ পাতায়)*

পদত্যাগ রানাঘাট পুরপ্রধানের

পরিচিত ব্যক্তিরা ডিম ছুঁড়ে মারায় অপমানে রানাঘাটে পুরপ্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কোশলদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০ তারিখ কয়েক জন পরিচিত ব্যক্তির ডিম ছোড়ার ঘটনার পর তিনি পুরপ্রধান পদ থেকে ইস্তফা দেন। প্রতিবাদে পরদিন ১০ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশ বাসিন্দা মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌন মিছিল করেন। তাঁরা ঘটনার নিন্দা জানিয়ে কোশলদেবকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের আবেদন জানান। তবে কোশলদেব জানিয়েছেন, তিনি শুধু পুরপ্রধানের পদ নয়, রাজনীতি থেকেও অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘ ৩১ বছর মানুষের জন্য কাজ করার পর বর্তমান পরিস্থিতিতে রানাঘাটের উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে থাকতে চান না। পুর আইন অনুযায়ী, সাত দিনের মধ্যে নতুন পুরপ্রধান নির্বাচনের জন্য সভা ডাকতে হবে। এদিকে প্রশাসনিক অনিশ্চয়তার মধ্যে জল ও নিকাশি-সহ বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা নিয়ে অসন্তোষ বাড়ছে। বিজেপি বিধায়ক পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায় ডিম ছোড়ার ঘটনার নিন্দা করলেও নাগরিক পরিষেবার সমস্যাকেই জনঅসন্তোষের কারণ বলে মন্তব্য করেছেন।

বিশেষ কারণে এই সংখ্যার কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করা যায় নি। এই সংখ্যা প্রকাশেও কয়েকদিন দেরি হল।

মেয়ের খুনের বিচার চাইতে আবারও পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ তামান্নার মা

কাজল বসাক ঃ মেয়ের খুনের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে আবারও কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হলেন তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিন। দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও মেয়ের মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত সকল অভিযুক্তের গ্রেপ্তার ও বিচার না হওয়ায় এখনও ন্যায়বিচারের আশায় দিন গুনছেন তিনি। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার অতুল ভি এর সঙ্গে দেখা করেন সাবিনা ইয়াসমিন। সেখানে তিনি মেয়ের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং বাকি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান। তামান্নার মা জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে এখনও বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত অধরা রয়েছে। ফলে তদন্ত সম্পূর্ণ হলেও প্রকৃত ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব হবে না বলে মনে করছেন তিনি। তার দাবি, তদন্ত আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনতে হবে। পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাবিনা ইয়াসমিন জানান, তিনি নতুন প্রশাসনের ওপর আস্থা রাখছেন। তার কথায়, আগের সরকার থাকলে আমার মেয়ের খুনের বিচার হতো না বলেই মনে করি। এখন নতুন সরকারের কাছে আমার আশা আছে। আমি চাই আমার মেয়ের হত্যাকারীরা উপযুক্ত শাস্তি পাক এবং প্রকৃত সত্য সামনে আসুক। তিনি আরও জানান, আগামী সপ্তাহে ডিআইজি জেলায় আসবেন। সেই সময়ও তিনি মেয়ের খুনের তদন্ত এবং বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করবেন। তদন্তের প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন বলেও জানান তিনি। মেয়ের মৃত্যুর পর থেকে একের পর এক প্রশাসনিক দফতরের দ্বারস্থ হয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিন। এখনও পর্যন্ত তিনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন শুধুমাত্র ন্যায়বিচারের আশায়। তার একটাই দাবি তামান্নার মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত সকল দোষীর গ্রেপ্তার এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করুক প্রশাসন।

বিডিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ

শান্তিপুরের প্রাক্তন বিডিও সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তথা বিজেপি নেতা চঞ্চল চক্রবর্তী শান্তিপুর থানায় এবং নদিয়ার জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বর্তমানে সন্দীপ ঘোষ আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিডিও হিসেবে কর্মরত। অভিযোগে দাবি করা হয়েছে, শান্তিপুরে দায়িত্বে থাকাকালীন তিনি আবাস প্রকল্পে অনিয়ম করে একাধিক উপভোক্তাকে সুবিধা *(এরপর ৪ পাতায়)*

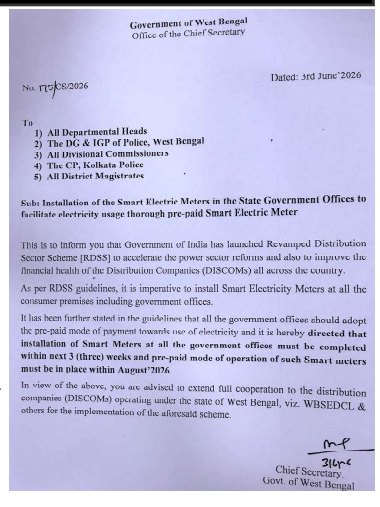

রাজ্যে আবার চালু হতে চলেছে স্মার্ট মিটার

সাময়িক বন্ধ থাকার পর আবার কি গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি স্মার্ট মিটার লাগানো শুরু হবে? রাজ্য সরকারের এক নির্দেশনামার বয়ান অনুযায়ী তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে। ৩ জুন মুখ্য সচিবের দেওয়া ওই নির্দেশ নামায় বিদ্যুৎ বন্টনকারী সংস্থাগুলিকে বলা হয়েছে সারা দেশে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থাগুলির আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ভারত সরকার যে ‘রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম’ চালু করেছে তার নির্দেশিকা অনুযায়ী সরকারি কার্যালয় সহ সমস্ত গ্রাহকের প্রাঙ্গণে স্মার্ট ইলেকট্রিসিটি মিটার বসানো বাধ্যতামূলক। ওই নির্দেশিকা অনুযায়ী আরও বলা হয়েছে যে, সমস্ত সরকারি কার্যালয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য প্রি-পেইড বা অগ্রিম মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই নির্দেশিকার বলেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আগামী তিন মাসের মধ্যে সমস্ত সরকারি কার্যালয়ে স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং ২০২৬ সালের আগষ্ট মাসের মধ্যে এই স্মার্ট মিটারগুলিতে প্রিপেইড পরিষেবা ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। এরফলে এবার সমস্ত সরকারি অফিসেই প্রিপেইড স্মার্ট মিটার চালু হতে চলেছে যা শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ধারণা করা হচ্ছে এরপর ধীরে ধীরে সাধারণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রেও স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। প্রসঙ্গত ২০২৪ - ২৫ সালে আগের সরকার রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় স্মার্ট মিটার চালু করতে গেলে ব্যাপক আন্দোলনের ফলে তা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। এবার কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই সরকার হওয়ায় নতুন সরকারের পক্ষে স্মার্ট মিটার চালু করা তুলনায় সহজ হবে বলেই মনে করছে অভিজ্ঞ মহল। তবে স্মার্ট মিটারের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বিল আসা সহ অতিরিক্ত টাকা দিতে হওয়ার অভিযোগ রয়েছে গ্রাহকদের পক্ষ থেকে।

Government of West Bengal
Office of the Chief Secretary

No. 175/CS/2026 Dated: 3rd June'2026

To
1) All Departmental Heads
2) The DG & IGP of Police, West Bengal
3) All Divisional Commissioners
4) The CP, Kolkata Police
5) All District Magistrates

Sub: Installation of the Smart Electric Meters in the State Government Offices to facilitate electricity usage thorough pre-paid Smart Electric Meter

This is to inform you that Government of India has launched Revamped Distribution Sector Scheme [RDSS] to accelerate the power sector reforms and also to improve the financial health of the Distribution Companies (DISCOMs) all across the country.

As per RDSS guidelines, it is imperative to install Smart Electricity Meters at all the consumer premises including government offices.

It has been further stated in the guidelines that all the government offices should adopt the pre-paid mode of payment towards use of electricity and it is hereby **directed that installation of Smart Meters at all the government offices must be completed within next 3 (three) weeks and pre-paid mode of operation of such Smart meters must be in place within August'2026.**

In view of the above, you are advised to extend full cooperation to the distribution companies (DISCOMs) operating under the state of West Bengal, viz. WBSEDCL & others for the implementation of the aforesaid scheme.

3/6/26
Chief Secretary,
Govt. of West Bengal

স্নান করতে নেমে মৃত দুই

শান্তিপুরের নৃসিংহপুর গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই যুবক। ১৩ জুন দুপুরে বাপি মণ্ডল ও আকাশ সেখ নামে দুই যুবক সহ মোট ছয় যুবক স্নান করতে নেমেছিলেন। হঠাৎই স্রোত আসলে ওই দুই যুবক ভেসে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আসে কুইক রেসপন্স টিম। নামানো হয় ডুবুরি, কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত তল্লাশি চালালেও নিখোঁজ দুই যুবকের সন্ধান না পাওয়া যাওয়ায় পরদিন সকালে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের একটি দল এসে পৌঁছয়। তারা দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে দুই যুবকের দেহ উদ্ধার করে। মৃত দুই যুবকেরই বাড়ি সাতভাই পাড়ায়।

বিধানসভা ভোটে শান্তিপুর পৌর এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডের বুথ ভিত্তিক ফলাফল

পার্ট নং	অলোক চ্যাঃ	প্রফুল্ল রায়	ব্রজকিশোর গোঃ	সৌমেন মাহাত	স্বপন দাস	আবু হেনা	অরিন্দম ভট্টাঃ	তুহিন ইন্দ্র	শ্যামল দাস	সৌরভ বিশ্বাস	নোটা	মোট ভোট
১০০	৪	২	১৮৪	২৭	৭৬২	৪	১৮	১	০	১	২	১০০৫
১০১	২	১	১৫১	১৮	৬৩৬	২	৫	২	৫	০	২	৮২৪
১০২	৬	৩	৯২	৩৯	৫৯৫	৩	২২	৭	২	২	৪	৭৭৫
১০৩	২	৪	১৬৩	২৯	৭৩২	৪	৩০	০	১	৪	১	৯৭০
১০৪	০	২	১০৪	২৭	৩৯০	০	১২	০	২	০	৩	৫৪০
১০৪ক	৫	০	৯৬	১৩	৩৮৯	২	১২	২	১	১	২	৫২৩
১০৫	১	০	১২৯	৫	৪১৬	৩	৬	০	১	১	১	৫৬৩
১০৬	৩	০	১২৭	৮	৪১৯	০	১২	০	২	০	৩	৫৭৪
১০৭	৮	১	১৬৭	১৬	৪৫০	২	১১	১	৩	০	১	৬৬০
১০৮	৮	৫	২৫৭	২৯	৬০৫	৫	২৬	০	১	৪	৮	৯৪৮
মোট	**৩৯**	**১৮**	**১৪৭০**	**২১১**	**৫৩৯৪**	**২৫**	**১৫৪**	**১৩**	**১৮**	**১৩**	**২৭**	**৭৩৮২**
৯০	১৩	৩	১৫২	৩৬	৬৯২	০	৭	৩	২	০	২	৯১০
৯১	০	১	১৩৬	৪২	৪৬৪	৩	১৩	৩	১	১	৪	৬৬৮
৯২	১০	২	২২৮	১৯	৪৮৮	৩	১০	২	১	১	০	৭৬৪
৯৩	৫	১	৮৬	১২	২৮১	০	৩	২	২	১	২	৩৯৫
৯৪	১	২	৩০৯	৩৪	৩৮১	০	১১	২	৪	২	০	৭৪৬
৯৫	৪	২	২৯২	২৪	৬২৮	১	৬	১	২	২	৩	৯৬৫
৯৬	২	১	১১৪	১৪	৫২১	২	১৪	১	০	১	৩	৬৭৩
৯৭	৬	২	১৩৩	১৬	৪১২	০	১৩	২	০	০	৩	৫৮৭
মোট	**৪১**	**১৪**	**১৪৫০**	**১৯৭**	**৩৮৬৭**	**৯**	**৭৭**	**১৬**	**১২**	**৮**	**১৭**	**৫৭০৮**
৯৮	২	২	২৯৩	৩৫	৫৬৮	৩	২৪	৩	৩	১	৪	৯৩৮
৯৯	২	১	১২২	২০	৩১১	১	১৩	১	২	০	০	৪৭৩
১১৫	৪	১	৪০১	৪০	২৬৮	১	৪৩	১	১	২	১	৭৬৩
১১৬	৯	২	৯৯	১৬	৫৯৫	৩	১৬	১	৩	৩	৫	৭৫২
১১৭	৬	১	৬৮৬	৭৯	২৩	৪	৪৯	১	৪	৩	৭	৮৬৩
১১৮	৭	২	৫৫৪	১০২	৯	০	৯০	৫	০	৪	২	৭৭৫
মোট	**৩০**	**৯**	**২১৫৫**	**২৯২**	**১৭৭৪**	**১২**	**২৩৫**	**১২**	**১৩**	**১৩**	**১৯**	**৪৫৬৪**
১২৯	৫	৪	২৪৫	৩৬	৫২৬	০	৪৬	২	১	৩	১	৮৬৯
১৩০	২	০	২১৭	৩৭	৩৮২	২	৩০	২	৫	১	১	৬৭৯
১৩১	৫	২	১১৩	৩৪	৪৩৮	০	২৪	০	৩	১	২	৬২২
১৩২	১	২	১৯৮	৩৪	৪৫৪	৩	২৩	২	৪	৩	১	৭২৫
১৩৩	৮	৪	৩২৬	৬৪	৫৪৮	৫	৪৪	৩	৪	২	৬	১০১৪
মোট	**২১**	**১২**	**১০৯৯**	**২০৫**	**২৩৪৮**	**১০**	**১৭৭**	**৯**	**১৭**	**১০**	**১১**	**৩৯০৯**
১০৯	৮	১	২৩৯	২৩	৭০৯	৪	১২	১	৩	৩	৩	১০০৬
১১০	৬	৪	২৬৪	২৪	৭০১	২	২২	৭	১২	২	৭	১০৫১
১১১	৪	২	২২৬	৩০	৫০৮	১	১৯	১	৬	২	১	৮০০
১১২	৩	৩	১৬৯	১৬	৫১১	৪	১৪	৩	৮	৫	৩	৭৬৯
১১৩	৫	৩	১৪৫	২৯	৩৩২	১	২৮	০	৩	২	৪	৫৫২
১১৪	২	১	৯১	৯	৪০১	২	১৪	৩	৬	৫	৩	৫৩৭
১১৪ক	০	০	২০৭	২৬	২৫৮	৩	১৫	১	৩	৪	২	৫১৯
মোট	**২৮**	**১৪**	**১৩৪১**	**১৫৭**	**৩৪২০**	**১৭**	**১২৪**	**১৬**	**৪১**	**২৩**	**২৩**	**৫২৩৪**
১৯৪	৯	২	২৬৮	৮৬	৩৬৮	০	৪৮	২	৩	৩	৭	৭৯৬
১৯৫	৩	২	৮৭	৩৮	২৬৪	০	২৬	০	১	০	৪	৪২৫
১৯৯	৬	০	১৫৪	৬৩	৩৪৭	০	৩৪	০	০	১	২	৬০৭
২০০	৬	০	১৭৩	৪৬	২৮৭	১	৬৩	০	০	৫	১	৫৮২
২০১	৯	০	১৭২	৩৪	৩২৬	০	৪৬	০	৪	৩	৪	৬০০
২০২	১৭	০	১৭৭	৫৯	৩৬১	৩	৪১	০	১	১	৬	৬৬৬
মোট	**৫০**	**৪**	**১০৩১**	**৩২৬**	**১৯৫৩**	**৪**	**২৫৮**	**২**	**৯**	**১৩**	**২৪**	**৩৬৭৬**
১৯৬	১৩	৩	২৯১	৮১	৪৪২	১	৪৫	০	১	২	৮	৮৮৭
১৯৭	৮	২	৩৮৪	৫৮	৪১৯	২	৪৮	৪	৫	৫	৬	৯৪১
১৯৮	১১	২	৩৪৮	৬১	৩৭৯	২	৪৬	০	৩	১	৯	৮৬২
মোট	**৩২**	**৭**	**১০২৩**	**২০০**	**১২৪০**	**৫**	**১৩৯**	**৪**	**৯**	**৮**	**২৩**	**২৬৯০**
১২৫	৭	১	১৭৬	৮১	৩৫৯	০	২৬	২	১	২	১	৬৫৬
১২৬	১	৩	২৫৫	২৯	৩৫৭	২	১৯	৩	৫	১	৪	৬৭৯
১২৭	৬	০	১৫৬	৫৬	৩০৫	১	৩২	১	০	০	৫	৫৬২
১২৮	১	৩	৪১৭	৮৪	৩৮০	১	২৩	১	৬	৩	৬	৯২৫
মোট	**১৫**	**৭**	**১০০৪**	**২৫০**	**১৪০১**	**৪**	**১০০**	**৭**	**১২**	**৬**	**১৬**	**২৮২২**
১১৯	৭	০	৩০৬	৫৬	৪৯৪	২	১৫	২	৩	২	১	৮৮৮
১২০	৪	২	১৭০	২১	৫০৯	২	১৪	২	৪	১	৪	৭৩৩
১২১	৭	২	৪০৮	৭৬	৩২৪	২	২৯	৪	৪	৩	৬	৮৬৫
১২২	৫	০	৩৪৩	৪৯	১২০	২	১৫	২	৭	১	৩	৫৪৭
১২২ক	৬	১	৩৭৬	৯১	৩৯	১	১২	৩	৬	২	২	৫৩৯
১২৩	৬	৩	৬৪১	১৬২	৮৪	০	১২	৩	৮	১	৪	৯২৪
১২৪	৭	২	৪৫৩	৮৮	২১৮	১	১৯	৭	৩	১	২	৮০১
মোট	**৪২**	**১০**	**২৬৯৭**	**৫৪৩**	**১৭৮৮**	**১১**	**১১৬**	**২৩**	**৩৫**	**১১**	**২২**	**৫২৯৭**
১৩৮	৬	২	২৪১	২৭	৩৫৯	৪	৪৭	৪	৮	৪	৬	৭০৮
১৩৯	৫	০	২৪০	২১	৩৯১	৩	১৪	১	৩	৩	৭	৬৮৭
১৪০	৩	১	১১৯	১৬	৩৪২	২	৩০	৩	০	১	২	৫১৯
১৪১	২	১	১২১	১৪	৫২৪	২	৩৭	১	০	০	৬	৭০৮
১৪২	৬	৩	১১৬	১১	৪৫৮	১	২৬	১	১	২	৩	৬২৮
১৪৩	৫	৪	১৮৩	২৮	৪০১	১	৩৩	১	২	০	১	৬৫৯
মোট	**২৭**	**১১**	**১০২০**	**১১৭**	**২৪৭৫**	**১৩**	**১৮৭**	**১১**	**১৪**	**১০**	**২৫**	**৩৯০৯**
১৩৪	৭	১	২৫১	১৩৪	২৯৮	১	১৮	২	৭	১	৪	৭২৪
১৩৫	৪	১	১৯৫	১১৩	২৬৩	৩	২১	৪	৩	৩	৫	৬১৫
১৩৬	৪	০	৪৪৩	২৩৬	৩১৭	১	১৭	২	৬	১	৩	১০৩০
১৩৭	৫	১	৩৬৬	২০৩	২৭০	১	২৮	২	২	১	৩	৮৮২
মোট	**২০**	**৩**	**১২৫৫**	**৬৮৬**	**১১৪৮**	**৬**	**৮৪**	**১০**	**১৮**	**৬**	**১৫**	**৩২৫১**
১৭৯	৫	১	২২৮	৩৮	১৯২	৩	৩৮	১	৩	৩	১	৫০৮
১৮০	১	০	২১০	৩৯	৩২৫	১	১৫	০	০	০	২	৫৯৩
১৮১	১০	০	২০৭	৪৬	২২০	০	৩৯	১	১	১	৭	৫৩২
১৮২	১০	০	১৯৮	৪৭	৩২১	১	২৭	০	১	১	৪	৬১০
মোট	**২৬**	**১**	**৮৪৩**	**১৭০**	**১০৫৮**	**৫**	**১১৯**	**২**	**৫**	**৫**	**১৪**	**২২৪৩**

ওয়ার্ড - ১

ওয়ার্ড - ২

ওয়ার্ড - ৩

ওয়ার্ড - ৪

ওয়ার্ড - ৫

ওয়ার্ড - ৬

ওয়ার্ড - ৭

ওয়ার্ড - ৮

ওয়ার্ড - ৯

ওয়ার্ড - ১০

ওয়ার্ড - ১১

ওয়ার্ড - ১২

স্কুলে ভর্তি ফি বেশি ঃ বিক্ষোভে পড়ুয়ারা

স্কুলে ভর্তি ফি ও একাদশ শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার অভিযোগ তুলে শান্তিপুর ব্লক অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাল ফুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা। তাদের দাবি, ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত টাকার তুলনায় বেশি অর্থ নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি মিড ডে মিল চালুর দাবিও জানানো হয়। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী ও ব্লকের অন্যান্য আধিকারিকরা। তাঁরা পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে অভিযোগ শোনেন। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি ফি ও রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে, যা অনেক পরিবারের পক্ষে বহন করা কঠিন। অন্যদিকে, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, রেজিস্ট্রেশন ও ভর্তি বাবদ সরকার নির্ধারিত নিয়ম মেনেই অর্থ নেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরেই প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। মিড ডে মিল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উচ্চ শ্রেণির পড়ুয়াদের অন্তর্ভুক্ত করা হলে অনেক সময় পরিকাঠামোগত সমস্যার সৃষ্টি হয়। চঞ্চল চক্রবর্তী জানান, পড়ুয়াদের অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে সংশ্লিষ্ট মহল।

ফেসবুক এক করলো চার হাত

ফেসবুকের পরিচয় থেকে বিয়ের বন্ধনে মূক ও বধির তরুণ তরুণী। নদিয়ার মাজদিয়া ও বগুলার দুই মূক ও বধির তরুণ তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক অবশেষে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলো। ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয় থেকে শুরু হওয়া এই সম্পর্ক আজ সামাজিক স্বীকৃতি পেল পারিবারিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে। মাজদিয়ার পূর্ণগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা কৌশিক মিত্র এবং বগুলার বাসিন্দা স্নেহা পোদ্দারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তাদের পরিচয় হলেও পরে বিভিন্ন সময়ে তাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। কৌশিক ফুটবল খেলতে ভালোবাসেন এবং খেলাধুলার সূত্রেও দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, কিছুদিন আগে কৌশিক ও স্নেহা গোপনে বিয়ে করার চেষ্টা করেছিলেন। বিষয়টি জানতে পেরে কৌশিকের বাবা মা দুই পরিবারের সম্মতিতে মাজদিয়ায় নিজেদের বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের আয়োজন করেন। পুরোহিত ডেকে হিন্দু শাস্ত্রমতে তাদের চার হাত এক করে দেওয়া হয়। কৌশিক মিত্র মূক ও বধির হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি মাজদিয়া কলেজ থেকে বিএ পাশ করার পর একটি আইটি প্রতিষ্ঠানে ফিডার বিষয়ে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি কর্মহীন। তাঁর বাবা শংকর মিত্র অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী এবং মা সর্বাণী মিত্র গৃহবধূ। পরিবারের দুই ছেলের মধ্যে বড় ছেলে রেলে কর্মরত। অন্যদিকে, নববধূ স্নেহা পোদ্দার বর্তমানে বিএ পড়ছেন। তাঁর বাবা প্রদীপ পোদ্দার একজন ছোট ব্যবসায়ী এবং মা সোনামণি পোদ্দার গৃহবধূ। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। বগুলার এই পরিবারের সদস্যরাও বিয়েতে উপস্থিত থেকে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেন। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কৌশিকের বাবা শংকর মিত্র বলেন, ছেলেটা পড়াশোনা করেছে, ডিপ্লোমাও করেছে। ওর একটা কাজ খুব প্রয়োজন। সরকার বা কোনো সংস্থা যদি ফিডার সংক্রান্ত একটি চাকরির ব্যবস্থা করে, তাহলে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। আমরা না থাকলে ওর ভবিষ্যৎ কী হবে, সেটাই সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয়। সব বাধা অতিক্রম করে দুই বিশেষভাবে সক্ষম তরুণ তরুণীর এই প্রেম ও বিয়ে এলাকায় প্রশংসা কুড়িয়েছে। তাঁদের নতুন জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আত্মীয় স্বজন।

চোদ্দ তলা থেকে হীরক রানীকে

(প্রথম পাতার পর)

মেয়ের বক্তব্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, অনেক সমস্যা জানা থাকলেও প্রতিবাদ করার সুযোগ বা পরিবেশ সবসময় থাকত না। শেষে তিনি বলেন, কোন কারণে তাঁর মেয়েকে হারাতে হলো, সেই সত্য প্রকাশের অপেক্ষায় দিন গুনছেন তিনি। বিচার না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর লড়াই চলবে। তাঁর বিশ্বাস, বিচার একদিন পাবোই।

বিধানসভা ভোটে শান্তিপুর পৌর এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডের বুথ ভিত্তিক ফলাফল

পার্ট নং	অলোক চ্যাঃ	প্রফুল্ল রায়	ব্রজকিশোর গোঃ	সৌমেন মাহাত	স্বপন দাস	আবু হেনা	অরিন্দম ভট্টাঃ	তুহিন ইন্দ্র	শ্যামল দাস	সৌরভ বিশ্বাস	নোটা	মোট ভোট
২০৯	১৩	৪	২৯১	৪১	৪০৫	২	৬৪	২	৪	৬	৪	৮৩৬
২১০	১১	৩	২৪১	৮৩	৩৩৭	১	৫৩	১	২	১	২	৭৩৫
২১১	৮	০	২৭৭	৬৩	৩৬০	৩	৬৩	২	৩	১	৫	৭৮৫
২১২	৩	১	২৫৬	৩৩	৩৩০	২	৩২	১	২	১	১	৬৬২
২১৩	৬	০	১৫৩	২৩	১৬৯	০	৩২	০	৬	১	৬	৩৯৬
মোট	**৪১**	**৮**	**১২১৮**	**২৪৩**	**১৬০১**	**৮**	**২৪৪**	**৬**	**১৭**	**১০**	**১৮**	**৩৪১৪**
২০৩	৯	২	৪২৭	৬৮	২৮২	৩	৫৪	২	৬	৩	৪	৮৬০
২০৪	৪	১	১৫৫	৫৪	২১৪	১	৩১	১	১	৩	৪	৪৬৯
২০৫	৫	০	১৫৩	১০১	২৬৮	২	৩৮	০	২	০	১	৫৭০
২০৬	৪	১	১৪১	৩১	৪৭৯	৩	১৯	৪	৭	৩	২	৬৯৪
২০৭	৩	৩	১৪৫	১৫	৪৫৩	৩	১৪	৪	২	১	১	৬৪৪
২০৮	১৪	৫	২৬৮	৬৭	৩৬৭	৩	৪৫	২	৬	৫	১১	৭৯৩
মোট	**৩৯**	**১২**	**১২৮৯**	**৩৩৬**	**২০৬৩**	**১৫**	**২০১**	**১৩**	**২৪**	**১৫**	**২৩**	**৪০৩০**
২১৪	২	৫	২৫৩	৭৯	৫১২	১	৫১	৩	৪	৪	৫	৯২৯
২১৫	৪	৩	১৪৫	৫২	৪৭৭	২	৩৭	২	১	০	৮	৭৩১
২১৬	৫	২	১৮৫	২২	৫৬২	৩	২৫	১	২	১	৪	৮১২
২১৭	৮	১	২৫৫	৬৪	৫৯১	১	৫৩	১	০	৩	৮	৯৯৫
২১৮	৪	১	৩৩৩	৯	৪৪২	৩	১০	১০	৪	৪	৪	৯২৪
মোট	**২৩**	**১২**	**১১৭১**	**২২৬**	**২৫৮৪**	**১০**	**১৭৬**	**১৭**	**১১**	**১২**	**২৯**	**৪৩৯১**
২১৯	২	৩	১৮১	২৩	৩৪২	০	১১	৩	২	১	১	৫৬৯
২২০	২	২	৩৩২	৩৩	৫১১	১	৩০	১	৭	১	২	৯২২
২২১	২	২	৪২৭	২২	৩৩৭	১	১৫	৬	৮	২	৪	৮২৬
২২২	১১	১	৩৩৭	২৫	৫৬৮	৪	৩৭	৪	৮	৩	৫	১০০৩
২২৩	৬	০	২৭৭	১৬	৫২৪	২	৩১	৫	৮	০	১	৮৭০
মোট	**২৩**	**৮**	**১৫৫৪**	**১১৯**	**২২৮২**	**৮**	**১২৪**	**১৯**	**৩৩**	**৭**	**১৩**	**৪১৯০**
১৮৩	৪	২	১৬৯	৫৬	৪৯৪	৫	৩০	২	৩	৩	৫	৭৭৩
১৮৪	৩	৪	২৭৫	৮৩	৩৩৫	০	৪৯	১	০	৩	০	৭৫৩
১৮৫	৫	৫	২১৩	৫০	৩২৫	১	৩৭	৩	১	০	৪	৬৪৪
১৮৬	৬	০	১৪১	৩১	২৭৩	২	২৭	৫	৩	১	৪	৪৯৩
১৮৭	৪	১	২২০	৫১	২৯৬	৪	৫৮	২	২	০	৩	৬৪১
১৮৮	৬	০	২২৭	৩৩	৩৯৪	২	২৯	২	৫	৩	৪	৭০৫
মোট	**২৮**	**১২**	**১২৪৫**	**৩০৪**	**২১১৭**	**১৪**	**২৩০**	**১৫**	**১৪**	**১০**	**২০**	**৪০০৯**
১৭৩	৬	০	১৫০	২৪	২১৯	০	২৬	১	০	১	১	৪২৮
১৭৪	৪	০	২৭৩	৫৩	৪৩৩	৬	২৬	২	৪	৩	৬	৮১০
১৭৫	২	৩	১৮৮	৪৫	৩৫৭	০	৩৬	১	৩	২	২	৬৩৯
১৭৬	৯	৪	৩০৪	৫৪	৪৬৭	৩	৪৫	৩	১১	৬	৫	৯১১
১৭৭	৬	২	১৬২	৩৫	৫২০	১	৯২	১	৩	৩	২	৮২৭
১৭৮	৬	২	২০২	৩৬	৪৬০	২	৩২	২	৩	৬	২	৭৫৩
মোট	**৩৩**	**১১**	**১২৭৯**	**২৪৭**	**২৪৫৬**	**১২**	**২৫৭**	**১০**	**২৪**	**২১**	**১৮**	**৪৩৬৮**
১৬৯	৭	২	৩১৬	৪১	৩৫৯	১	২০	১	০	০	২	৭৪৯
১৭০	৮	৪	২৩১	৩০	৬৪৬	৩	২২	৪	৪	০	৬	৯৫৮
১৭১	৫	৩	২৫৭	৩৯	৫৪১	৩	৯	৭	১	৫	৪	৮৭৪
১৭২	৯	৩	২৭৬	২২	৪১৪	০	২৮	৩	৭	৩	২	৭৬৭
মোট	**২৯**	**১২**	**১০৮০**	**১৩২**	**১৯৬০**	**৭**	**৭৯**	**১৫**	**১২**	**৮**	**১৪**	**৩৩৪৮**
১৬৬	৬	৫	৪৫৪	৮৫	২০৫	১	৩৪	৪	৭	০	৩	৮০৪
১৬৭	৬	১	২৯৬	২৮	৪২৩	০	১১	১	৩	০	৩	৭৭২
১৬৮	৯	৫	৩৩৭	৫৫	৫৮৯	২	১৭	৪	৯	৪	৫	১০৩৬
মোট	**২১**	**১১**	**১০৮৭**	**১৬৮**	**১২১৭**	**৩**	**৬২**	**৯**	**১৯**	**৪**	**১১**	**২৬১২**
১৪৪	৮	১	১৪৫	১১	৬৪৬	৩	৩৭	২	৪	২	২	৮৬১
১৪৫	১	২	২৩১	৬২	৫৯৩	২	৩১	৪	২	০	৩	৯৩১
১৪৬	২	২	১৩৩	২৮	৬৯১	২	২৩	১	২	৪	৪	৯৯২
১৪৭	২	২	২০৯	১৪	৫৪১	৪	২৩	২	৩	০	১	৮০১
১৪৮	১১	৪	২৭৬	৬৬	৪২৮	৭	৪৭	২	২	২	৬	৮৫১
১৪৯	৯	১	১৯৭	২৯	৩৪৩	০	৪০	২	২	২	৩	৬২৮
১৫০	৩	১	১৩৯	১৪	৪১৫	৪	২৮	০	১	৩	২	৬১০
১৫১	৩	০	১৮২	১৭	৩২২	১	৩৫	১	২	১	০	৫৬৪
মোট	**৩৯**	**১৩**	**১৫২২**	**২৪১**	**৩৯৭৯**	**২৩**	**২৬৪**	**১৪**	**১৮**	**১৪**	**২১**	**৬২৩৮**
১৫২	৬	৩	৩৩৯	৩৪	৫৪৪	২	৩৮	০	৪	৩	৩	৯৭৬
১৫৫	৮	৪	৭২৭	৮১	৩	৪	২৭	৩	৯	৬	৫	৮৭৭
১৫৬	৩	০	৩৫৮	৯৪	৯	৬	৭৫	২	১১	৩	৪	৫৬৫
১৫৭	৪	১	৪৪৯	১৩৩	৯	০	৩৮	৩	৫	৩	১	৬৪৬
১৫৭ক	৪	২	৩৩৭	৫৮	২১	২	১১২	৪	৫	৬	৩	৫৫৪
১৫৮	৫	১	৪৬৮	৮৬	৮	০	৫০	৫	৫	৭	৬	৬৪১
১৫৮ক	৫	৩	২৬৯	৫৭	১৯৬	৩	২৫	০	২	৪	৫	৫৬৯
১৫৯	২	১	১৭১	১৭	৫৫০	৩	৪০	১	৩	২	৩	৭৯৩
মোট	**৩৭**	**১৬**	**৩১১৮**	**৫৬০**	**১৩৪০**	**২০**	**৪০৫**	**১৮**	**৪৩**	**৩৪**	**৩০**	**৫৬২১**
১৫৩	৫	১	৫৮০	৭৮	২৫৯	০	৩৯	০	৫	৪	৫	৯৭৬
১৫৪	২	২	১৬৯	৬০	৭২৭	৫	২০	২	২	১	৩	৯৯৩
১৬০	৪	১	২৩৭	৪৩	২২৭	৩	২৫	৫	৬	৫	০	৫৫৬
১৬০ক	২	০	২৬৯	৭১	১১৪	০	৩১	১	৫	৪	৪	৫০১
১৬১	৫	৩	৬৩৮	১০৫	৪	৩	৭৯	৬	৫	১১	২	৮৬১
১৬২	৬	১	৬৩৬	১০১	৯	১	৯০	৪	৬	৭	২	৮৬৩
১৬৩	৬	০	৫১৪	৬৮	২১২	০	৫৮	৪	৭	৪	৪	৮৭৭
১৬৪	৫	৩	৫৭৭	৯০	৮	৫	৯০	৪	৮	৮	৫	৮০৩
১৬৫	১	১	৬৭১	১০৩	১২	০	৩৯	৩	১১	৩	২	৮৪৬
মোট	**৩৬**	**১২**	**৪২৯১**	**৭১৯**	**১৫৭২**	**১৭**	**৪৭১**	**২৯**	**৫৫**	**৪৭**	**২৭**	**৭২৭৬**
১৮৯	১	৪	৩৭৩	৬৯	১৯	২	৬৩	১	২	৪	২	৫৪০
১৮৯ক	৬	৩	৪৪৬	৪৭	৩	২	৫২	১	৪	৪	১	৫৬৯
১৯০	৪	২	৫৩১	১২৭	১	১	৬৫	৩	৬	৯	৪	৭৫৩
১৯১	০	১	৩২৯	১৩	৩৭৯	৪	৮	৩	৭	০	৫	৭৪৯
১৯২	৮	২	১৯৯	৪৩	৬৩৪	২	৬	৫	২	২	৮	৯১০
১৯৩	৩	০	২০৭	৪৪	৩৪০	১	৬	৪	৩	১	১	৬১০
১৯৩ক	২	১	২১৪	৩৯	২৬৩	১	১০	১	৪	৪	১	৫৪০
মোট	**২৪**	**১৩**	**২২৯৯**	**৩৮২**	**১৬৩৯**	**১৩**	**২১০**	**১৮**	**২৮**	**২৪**	**২২**	**৪৬৭১**

সালৌনি পারফর্মিং আর্টস্-এর রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

শান্তিপুরের আবৃত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সালৌনি পারফরর্মিং আর্টস্-এর রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি শান্তিপুর চাকফেরা গোস্বামী বাড়ির মনোরম পরিবেশে। অনুষ্ঠানে শান্তিপুরের বিভিন্ন সংগঠনের শিল্পীরা সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, নাটক, শ্রুতি নাটক ইত্যাদিতে অংশ নেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল শান্তিপুর সাংস্কৃতিক, শান্তিপুর রঙ্গপীঠ, ধ্রুবতারা, নান্দনিক, নৃত্যকলা ডান্স একাডেমি, গৌরিকুঞ্জ, শিনজিনি ডান্স একাডেমি। এছাড়া একক শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কণা দালাল, তন্বঙ্গী কর, সুপর্ণা সরকার প্রমুখ। এছাড়া আয়োজক সংস্থা সালৌনি পারফরমিং আর্টস্-এর শিল্পীরা এবং বগুলার বর্ণমালা আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রর ছাত্রছাত্রী-শিল্পীদের কবিতা আবৃত্তি ছিল উল্লেখ করার মত। তবে এদিন সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়ে তবলা শিল্পী শান্তনু রায় একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন যা অনেকের প্রশংসা অর্জন করে। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন পারমিতা ধর এবং মৃন্ময় বাগ। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পী ও অতিথিদের হাতে অন্যান্য উপহারের সঙ্গে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়।

আদ্যা'র বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

শান্তিপুরে মেয়েদের নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'আদ্যা' দেখতে দেখতে পথচলার একবছর পূর্ণ করে ফেলল। এই উপলক্ষ্যে ২৩-২৪ মে শান্তিপুর মতিগঞ্জ মোড়ের একটি লজে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। দুদিন ধরে চলা অঙ্কন, আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় দেড়শোর ওপর প্রতিযোগী অংশ নেয়। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয় সংস্থার সদস্যাদের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে। অত্যন্ত মাপা এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুদীপ সেনগুপ্ত ও পূজা প্রামাণিক। নৃত্যে অংশ নেন উপাসনার শিল্পীরা। একক আবৃত্তিতে ছিলেন কাকলি ঘোষ বর্মন। দুই বোন অভিনন্দা ও অভিষিক্তা মুখার্জীর আবৃত্তিও ছিল উল্লেখ করার মত। ছিল নিমগ্ন বিশ্বাস আর বৈশাখী বিশ্বাসের শ্রুতি নাটক। এসবের ফাঁকে ফাঁকেই সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানের বিশেষ একটি পর্ব ছিল ফুলিয়ার অনিতা কর্মকার ও সুত্রাগড় এম এন হাইস্কুলের উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ এক ছাত্রের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি ও সহায়তা। অনুষ্ঠানের পরিবেশ আরও ভারী হয়ে ওঠে যখন অনিতা চোখের জল মুছতে মুছতে গত এক বছর ধরে আদ্যার দিদিদের পাশে থাকার কথা তুলে ধরেন। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে গত একবছরে আদ্যার পক্ষ থেকে তাদের সাধ্য মত সহায়তা নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পাশে দাঁড়ানো হচ্ছে।

জেলা পরিষদের সভাধিপতির বিরুদ্ধে তৃণমূলেরই ২৭ সদস্যের অনাস্থা

নদিয়া জেলা পরিষদে ফের প্রকাশ্যে এল শাসকদলের অন্তর্দ্বন্দ্ব। জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীরের বিরুদ্ধে এবার অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন তৃণমূল কংগ্রেসেরই ২৭ জন সদস্য। দীর্ঘদিন ধরেই জেলা পরিষদের একাংশের মধ্যে সভাধিপতির কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। এর আগেও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা সাংসদ মহুয়া মৈত্রের হস্তক্ষেপে সেই সংকট সাময়িকভাবে মিটেছিল।তবে রাজ্যজুড়ে সংগঠনিক পরিবর্তনের পর নদিয়া জেলা পরিষদে অসন্তোষ আবারও সামনে আসে। এবার জেলা পরিষদের সহ সভাপতিসহ মোট ২৭ জন সদস্য সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে সরব হন। ১৬ তারিখ তাঁরা জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিতভাবে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন। জমা দেওয়া নথিতে ২৭ জন সদস্যের স্বাক্ষর রয়েছে বলে জানা গেছে। গত কয়েকদিন ধরেই রাজনৈতিক মহলে এই ধরনের পদক্ষেপের জোর জল্পনা চলছিল। অবশেষে অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়ায় সেই জল্পনাই বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে জেলা রাজনীতিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্ব পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও তা কতটা সফল হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর, বর্তমানে কৃষ্ণনগরের বাইরে থাকা মহুয়া মৈত্র একাধিক সদস্যের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের *(এরপর ৪ পাতায়)*

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে

রথীন পালচৌধুরী ঃ পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখার সংগ্রামে বিশ্বের মানুষের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। প্রতিবছর এই দিনটি বিশ্বপরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। যার সূচনা ঘটেছিল ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতি সংঘের মানব পরিবেশ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। ৫ জুন সকালে শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাবের আহ্বানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মরমী, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (A.P.D.R.) শান্তিপুর শাখা সহ বিভিন্ন পরিবেশ কর্মী কাশ্যপপাড়া থেকে ডাকঘর পর্যন্ত বৃষ্টির মধ্যে মাথায় ছাতি দিয়ে এই মিছিলে অংশ নিলেন। দাবি ওঠে শান্তিপুরের ফুসফুস সবুজ বাগান ধ্বংস করা যাবেনা, পরিবেশের কিডনি বা বৃক্ক জলাশয় ভরাট চলবেনা, প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করতে হবে, জলের অপচয় করা যাবেনা , সমস্ত ড্রেন পরিস্কার রেখে মহামারী ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে ইত্যাদি। পথসভায় সায়েন্স ক্লাবের তরফে বক্তব্য রাখেন সুব্রত বিশ্বাস, রঘুনাথ কর্মকার, শুভজিৎ প্রামাণিক, সব্যসাচী ঘোষ, মরমির পক্ষে তপন মজুমদার, এপিডিআরের পক্ষে রথীন পালচৌধুরী প্রমুখ। বিকেলে দত্তপাড়া নাটমন্দিরে পরিবেশ নিয়ে এক সেমিনার ও ক্যুইজ অনুষ্ঠিত হয়।

নেপালে পাশ্চাত্য নৃত্যে সোনা কৃষ্ণনগরের মেয়ের

নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত নেপাল-ভারত ড্যান্স স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে ওয়েস্টার্ন ভ্যান্স বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে সোনার পদক জয় করল কৃষ্ণনগরের দশম শ্রেণির ছাত্রী ঋতিকা দত্ত। ৭ জুন নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল ড্যান্স অ্যাকাডেমি চ্যাম্পিয়নশিপ। এই প্রতিযোগিতাতেই ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায় ঋতিকা। বর্তমানে কৃষ্ণনগরের একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী ঋতিকা। ঋতিকার বাবা রাকেশ দত্ত এবং মা মৌসুমি হাইত দুজনেই সরকারি কর্মচারী। তার বাবা জানিয়েছেন ছোটবেলা থেকেই ঋতিকার নাচের প্রতি প্রবল আগ্রহ। গত কয়েক বছর ধরে সে কৃষ্ণনগরেই নিয়মিত নৃত্যচর্চার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। তারই স্বীকৃতি মিলল এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে। জানা গিয়েছে শুরুতে এই প্রতিযোগিতার বাছাইপর্ব হয়। প্রথমে স্কুল স্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় মধ্যমগ্রামে। সেখানে সাফল্যের পর জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ঋতিকা। এরপর আসানসোলে নদীয়া জেলার প্রতিনিধিত্ব করে সে। তারপর ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সারা দেশ থেকে প্রায় ২০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সেই প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের হয়ে মোট ৮৪ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। তাদের মধ্যে ১৩ থেকে ১৫ বছর বিভাগের ওয়েস্টার্ন ফিল্মি অ্যালবাম ক্যাটাগরিতে সেরা হয়ে সোনার পদক জিতে নেয় কৃষ্ণনগরের এই কিশোরী। স্বভাবতই মেয়ের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ঋতিকার বাবা রাকেশ দত্ত ও মা মৌসুমি হাইত।

বিডিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ

(প্রথম পাতার পর)

পাইয়ে দেন। সহ সভাপতির অভিযোগ, প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়নি। বহু অযোগ্য ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্ত করা হলেও প্রকৃত যোগ্যদের বঞ্চিত করা হয়েছে, যার ফলে সরকারি অর্থের অপব্যবহার এবং আর্থিক অনিয়ম ঘটেছে। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতায় আসে বিজেপি। এরপর থেকেই বিডিও সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধের ঘটনা সামনে আসে। বিজেপির জনপ্রতিনিধিরা একাধিকবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সন্দীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, তিনি কোনও অনিয়ম বা অনৈতিক কাজ করেন নি। অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন চঞ্চল চক্রবর্তী। *ক.ব.*

জেলা পরিষদের সভাধিপতির বিরুদ্ধে

(তৃতীয় পাতার পর)

চেষ্টা করেন। তবে অনেক সদস্যই তাঁর ফোন ধরেননি বলে জানা গেছে। ফলে দলীয় স্তরে সমঝোতার সম্ভাবনা কতটা রয়েছে, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নদিয়া জেলা পরিষদের ক্ষমতার সমীকরণ নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। অনাস্থা প্রস্তাবের পরবর্তী প্রক্রিয়ায় কী সিদ্ধান্ত হয়, তার উপরই নির্ভর করবে জেলা পরিষদের ভবিষ্যৎ। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, পরিস্থিতি জটিল হলে জেলা পরিষদের প্রশাসনিক দায়িত্ব সাময়িকভাবে প্রশাসকের হাতে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীরের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমি এখনও পর্যন্ত এমন কোনও বিষয় জানি না। আমার কাছে যদি চিঠি আসে, তারপর এ বিষয়ে মন্তব্য করব।

NAME / TITLE CHANGE

I, Tapan Jaydhar, S/O Lt. Rajendra Nath Jaydhar, aged about- 53 years, by faith- Hindu,by occupation-Business, Residing at-Fulia Krishipalli, Post office-Fulia Colony, Police Station-Santipur, Pin-741402, Dist-Nadia, WB, do hereby solemnly affirm and declare that my father's actual name is Rajendra Nath Jaydhar and my actual Date of birth 01/01/1973 which has been mentioned in my Aadhar card vide being no.2846 9423 2181. That in my Driving Licence being no- WB01 1993 0282035 my father's name wrongly recorded Lt. R N Jaydhar instated of Rajendra Nath Jaydhar and my Date of birth wrongly recorded 07/07/1971 instated of 01/01/1973.That my father Rajendra Nath Jaydhar and R N Jaydhar same and one identical persons and my actual date of birth 01/01/1973. That this affidavit is required for official purpose. The above Statement true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- ***Tapan Jaydhar***

I. Sri Shankar Prasad Nag, son of Late Bijay Krishna Nag, residing at 13 Sitanath Goswami Lane, P.O. & P.S. Santipur, District-Nadia, West Bengal, by religion-Hindu, by occupation- Business, aged about 56 years,, do hereby solemnly affirm and declare that my father's original name is Bijay Krishna Nag which is rightly written in my Aadhaar Card being No. 6943 4132 1212. That in my driving licence being No.WB-52-58638, my father's name was wrongly written as LT. Bijay Nag in place of Bijay Krishna Nag due to mistake. That Shankar Prasad Nag, son of Bijay Krishna Nag and Shankar Prasad Nag, son of LT. Bijay Nag is the same and identical person. That by swearing this affidavit my father's name will be written as Bijay Krishna Nag in place of LT. Bijay Nag everywhere and in every document. Than swear this affidavit for submitting before concerned authority for correction my father's name as Bijay Krishna Nag in place of LT. Bijay Nag in my aforesaid driving licence. That all the above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- ***Shankar Prasad Nag***

অধ্যক্ষ সঞ্জীব কুমার পাকিরার নেতৃত্বে শান্তিপুর কলেজে নবজাগরণের হাওয়া

পীতম মুখোপাধ্যায় ঃ নদিয়ার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান শান্তিপুর কলেজ। স্বাধীনতার মাত্র এক বছর পরে, ১৯৪৮ সালের ২২ জুলাই, মাত্র ৪৮ জন ছাত্র নিয়ে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও রাজনীতিবিদ পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজের প্রথম নাম ছিল 'অদ্বৈত কলেজ'। প্রায় ৪৭ একর বিস্তীর্ণ সবুজ ক্যাম্পাসজুড়ে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে নদিয়ার শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের স্নাতক স্তরের পাঠদান চললেও শান্তিপুর কলেজকে ঘিরে সাধারণ মানুষের যে স্বপ্ন ও আবেগ ছিল, তার পূর্ণ বাস্তবায়ন নানা কারণে সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, প্রশাসনিক অস্থিরতা এবং পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা কলেজের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে মনে করেন অনেকেই।

তবে গত কয়েক মাসে সেই চিত্রে যেন পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলতে শুরু করেছে। প্রায় ছয় মাস আগে কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন হুগলির হরিপালের বাসিন্দা অধ্যাপক সঞ্জীব কুমার পাকিরা। এর আগে তিনি দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে কলকাতার সুপরিচিত মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজে সুনামের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতাকেই সঙ্গে নিয়ে তিনি শান্তিপুর কলেজে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছেন।

দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই তিনি কলেজকে ঘিরে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শান্তিপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়, যেখানে তাদের উচ্চশিক্ষার চাহিদা ও পছন্দের বিষয়গুলি সম্পর্কে সরাসরি মতামত নেওয়া হয়। সেই মতামতের ভিত্তিতেই কলেজে Zoology– Computer Application এবং Economics-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে মেজর কোর্স হিসেবে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আরও কয়েকটি নতুন বিষয় সংযোজনের প্রক্রিয়াও এগিয়ে চলেছে। শুধু নতুন বিষয় চালুই নয়, শিক্ষার পরিবেশকে আরও সুস্থ ও সুশৃঙ্খল করে তোলার ক্ষেত্রেও নেওয়া হয়েছে একাধিক পদক্ষেপ। দীর্ঘদিনের নানা অনিয়ম ও অনৈতিক কার্যকলাপ কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছেন তিনি এবং ইতিমধ্যেই তার ইতিবাচক ফলও চোখে পড়ছে। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি কর্মমুখর পরিবেশ গড়ে উঠছে বলে কলেজ মহলের অনেকেই মনে করছেন। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রেও শুরু হয়েছে উল্লেখযোগ্য কাজ। কলেজ ক্যাম্পাসকে সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজনীয় বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের উদ্যোগ যেমন নেওয়া হয়েছে, তেমনি ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যার কথা মাথায় রেখে নতুন শ্রেণিকক্ষ তৈরির কাজও দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। বহুদিনের অমীমাংসিত সমস্যাগুলির সমাধানে প্রশাসনিক তৎপরতা কলেজের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

তবে সঞ্জীব কুমার পাকিরার সাফল্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক সম্ভবত তাঁর ব্যক্তিত্ব। তিনি নিজে সামনে থেকে কাজ করলেও কখনও একার কৃতিত্ব দাবি করেন না। বরং প্রতিটি সাফল্যের ভাগীদার হিসেবে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও সহকর্মীদের নামই তিনি বারবার তুলে ধরেন। এই বিনয়, আন্তরিকতা এবং দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতাই তাঁকে সবার কাছে আরও শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে।

শান্তিপুরের মানুষ বহুদিন ধরে তাঁদের প্রিয় কলেজকে নতুন উচ্চতায় দেখতে চেয়েছেন। আজ সেই স্বপ্ন যেন ধীরে ধীরে বাস্তবের রূপ নিতে শুরু করেছে। তাই অনেকেই মনে করছেন, শান্তিপুর কলেজের এই পরিবর্তনের সময়ে সঞ্জীব কুমার পাকিরার মতো একজন কর্মনিষ্ঠ অধ্যক্ষকে পাওয়া নিঃসন্দেহে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সৌভাগ্য। আর শান্তিপুরবাসীর কাছেও এটি এক নতুন আশার সূচনা; একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজকে ঘিরে নতুন করে জেগে ওঠা সম্ভাবনার গল্প।

শান্তিপুরের উন্নয়নে একগুচ্ছ দাবি পেশ বিধায়কের

(প্রথম পাতার পর)

২৩৯৪ দাগ নম্বরে একটি ওয়েট ওয়াটারি পার্ক নির্মাণ, তাঁত শিল্পের জন্য শান্তিপুরে টেক্সটাইল হাব গড়ে মেগা টেক্সটাইল ক্লাস্টার চালু করা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডেটা সায়েন্সের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, বাগআঁচড়া পঞ্চায়েতের চরপান পাড়ায় পথচারী ও হালকা যানবাহন চলাচলের সেতু নির্মাণ, 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পের আওতায় শান্তিপুর পৌরসভার জন্য নিকাশী ও বর্জ্য শোধন ব্যবস্থা, গোপিয়া বিলের পলি অপসারণ বা ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা করা, এরফলে বন্যা প্রতিরোধ হবে এবং মৎস্যচাষ, ফলচাষ, পর্যটন ও আদিবাসী এলাকায় কৃষিকাজের সুবিধা হবে, হরিপুর এলাকায় সরকারি জলাশয়ে মৎস্যচাষ প্রকল্প গড়ে তোলা, কৃষি ভিত্তিক শিল্প যেমন ফল প্রক্রিয়াকরণ স্থপন এবং কৃষি বর্জ্য থেকে জৈব জ্বালানি ও সার উৎপাদনের ব্যবস্থা করা, শান্তিপুরে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা, শান্তিপুর এলাকায় একটি মহিলা কলেজ গড়ে তোলা, শান্তিপুর বিধানসভা এলাকায় চারুকলা ও কারুশিল্প বিষয়ক কলেজ স্থাপন, নৃসিংহপুর ঘাটে সিএসটিসির বাসস্ট্যাণ্ড স্থাপন, বিধানসভা এলাকায় একটি কোল্ড স্টোরেজ হাব স্থাপন, শান্তিপুর বিধানসভা এলাকায় সুস্থতা ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন এবং বিধানসভা এলাকায় একটি শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন। তবে এই তালিকায় শান্তিপুরের সাংস্কৃতিক মানুষদের জন্য শান্তিপুরে একটি রবীন্দ্র ভবন নির্মাণ বা ভালো অডিটোরিয়ামের দাবি নেই। এব্যাপারে বিধায়ককে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান শান্তিপুরে একটি ভালো অডিটোরিয়ামের জন্য আমার ভাবনা রয়েছে, একটি জায়গা ভাবাও হয়েছে, আগামীতে খবর পাবেন। অন্যদিকে দাবিগুলির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে এই ব্যাপারে বিধায়কের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাঃ সুজন দাস জানান প্রতিটি ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের কথা শোনেন এবং দাবিগুলি খতিয়ে দেখা হবে বলে কথা দিয়েছেন। এখন দেখার ধীরে হলেও দাবিগুলি কার্যকর হয় কি না।

সম্পাদক সত্যনারায়ণ গোস্বামী কর্তৃক ১৯, বড়গোস্বামী পাড়া, শান্তিপুর, নদিয়া থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রণী, চাকদহের পক্ষে প্রতিচ্ছবি প্রিন্টার্স, শান্তিপুর থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৭৯০৮৬২৮৫২১